ময়মনসিংহ বিভাগের সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

(জুন, ২০২১ পর্যন্ত সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা সর্বমোট: ১৮টি)

প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১. শেরপুরের প্রাক্তন নয়ানী জমিদার কর্তৃক নির্মিত রংমহল	-	১. শেরপুর (মোট ২টি)	শেরপুর সদর	-	বাংলাদেশ গেজেট ০৯ আগস্ট ২০১৮	তৎকালীন নয়ানী জমিদার কর্তৃক নির্মিত রংমহল শেরপুর জেলা সদরে অবস্থিত। জানা যায় যে, রংমহলটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।
২. ঘাগরা খান বাড়ি জামে মসজিদ			ঝিনাইগাতি	২৫°০৬'৪৫.৫" উ. ৯০°০২'১৩.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	ঘাঘড়া খান বাড়ি জামে মসজিদটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। একগম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদের প্রতি বাহুর পরিমাপ ৭.৪৬ মিটার। উঁচু প্লাটফরমের উপর নির্মিত মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে ১টি প্রবেশ পথ রয়েছে। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে বন্ধ দরজা রয়েছে। মসজিদের চার কোণায় ৪টি কর্ণার টারেট রয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে দরজার উপরে ১টি কালোপাথরের শিলালিপি রয়েছে।
৩. বুরুজ ঢিবি		২. নেত্রকোনা (মোট ৫টি)	কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৬.৯" উ. ৯০°৪৭'০৪.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	বেতাই নদীর পূর্বে অবস্থিত রোয়াইল বাড়ি দুর্গাভ্যন্তরের উত্তর পশ্চিম কোণে বুরুজ ঢিবি অবস্থিত। পাশের সমতল ভূমি থেকে এ ঢিবির উচ্চতা প্রায় ৭ মিটার। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আয়তাকার ১টি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। ইমারতের উপরিভাগে ২টি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। এ ইমারত কাঠামো ছাড়াও দক্ষিণে প্রাচীর বেষ্টিত বিস্তৃত প্রাঙ্গন ও অন্যান্য ইমারতের কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়।
৪. ডেঙ্গু মিয়া ও নিয়ামত বিবির মাজার			কেন্দুয়া রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৩.৩" উ. ৯০°৪৭'০৭.৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি গ্রামে অবস্থিত ডেঙ্গু মিয়ার মাজারে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট নেই। স্থানীয় কিছু লোক মাজারকে নতুনভাবে আধুনিক ইট দ্বারা নির্মাণ করেছেন। ডেঙ্গু মিয়া কে ছিলেন এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব বলে মনে হয় না। রোয়াইল বাড়ি গ্রামে বারদুয়ারী মসজিদ থেকে ৪৩ মিটার উত্তরে ইটের তৈরি একটি পাকা কবর আছে। এটি স্থানীয়ভাবে নিয়ামত বিবির মাজার নামে পরিচিত।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫. ছাদবিহীন ইমারত			**কেন্দুয়া** রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০৫.০" উ. ৯০°৪৭'০৪.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি গ্রামের বুরুজ ঢিবির পাশেই ছাদবিহীন ইমারত। ইমারতের খুব সামান্য অংশই এখন দাঁড়িয়ে আছে। যে অংশটুকু এখন দাঁড়িয়ে আছে সে অংশটুকু রোয়াইলবাড়ি ফাজিল মাদ্রাসার অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অংশটুকুতে পরবর্তীতে টিনের চালা দেয়া হয়। বাকী অংশ এখন প্রায় মাটি সমান হয়ে গেছে। এ ভবন কখন কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল তা জানা যায় না।
৬. বড় দুয়ারী ঢিবি (রোয়াইল বাড়ি দুর্গ)			**কেন্দুয়া** রোয়াইল বাড়ি	২৪°৩৭'০১.২" উ. ৯০°৪৭'০৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়ালবাড়ি দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বড় দুয়ারী ঢিবি (বার দুয়ারি মসজিদ) অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক খননের ফলে ১৫ গম্বুজ বিশিষ্ট বার দুয়ারি নামক মসজিদের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়। যদিও এ স্থাপনাটির মোট ১১টি দরজা রয়েছে। মসজিদের দেয়ালের প্রশস্ততা ২ মিটার । উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ৩ টি করে মোট ৬ টি এবং পূর্ব দেয়ালে ৫ টি প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদের দেয়ালে পোড়ামাটির অলংকরণ রয়েছে।
৭. কোটবাড়ী দুর্গ			**কেন্দুয়া** রোয়াইল বাড়ি গ্রাম	২৪°৩৭'০০.৪" উ. ৯০°৪৭'০০.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল ১৯৮৭	রোয়াইল বাড়ি দুর্গ কোটবাড়ী দুর্গ নামেও পরিচিত। রোয়াইল বাড়ি (কোটবাড়ী দুর্গ) নেত্রকোনা জেলার কেন্দুয়া উপজেলার রোয়াইল বাড়ি নামক গ্রামে অবস্থিত। এ দুর্গের পশ্চিমে রয়েছে বর্তমানে মৃতপ্রায় বেতাই নদী। দুর্গের পূর্বাংশে রয়েছে ২টি বিশাল আকারের দীঘি। দীঘি থেকে পূর্বে দিকে ছিল পরিখা।
৮. শশী লজ		৩.ময়মনসিংহ (মোট ১১টি)	**ময়মনসিংহ সদর**	২৪°৪৫'৪১.৯" উ. ৯০°২৪'১০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মার্চ ১৯৯০	ময়মনসিংহ সদরে শশীলজের অবস্থান। শশীলজ ১০ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভবনের সামনে অর্ধবৃত্তকার খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে এবং উভয় দিক ডোরিক কলামযুক্ত। প্রাসাদের সামনে মার্বেল পাথরের তৈরী অর্ধনগ্ন ১টি নারী ভাস্কর্য এবং প্রাসাদের ভিতরে মার্বেল পাথরের তৈরী ঝর্ণা রয়েছে। কেন্দ্রীয় কক্ষের দরজার সাথে সংযুক্ত কাঁচের ফলক রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯. আলেকজান্ডার ক্যাসল			ময়মনসিংহ সদর	২৪°৪৫'৫৬.৭" উ. ৯০°২৪'০৭.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মার্চ ২০১৮	উত্তরমুখী স্থাপনাটির উচ্চতা ভূমি থেকে ৯ মিটার। ৯৫ সেন্টিমিটার প্লাটফর্মের উপরে দন্ডায়মান স্থাপনাটির চারপাশে বারান্দা রয়েছে। আলেকজান্ডার ক্যাসলটির দোতলা এবং নিচতলা মিলিয়ে ছোট বড় মোট ১০টি কক্ষ রয়েছে।
১০. ময়মনসিংহ জাদুঘর			ময়মনসিংহ সদর	২৪°৪৫'৩৮.৯" উ. ৯০°২৪'১৯.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ মে ১৯৯৫	ময়মনসিংহ সদর জেলায় ১৭ নং অমৃতবাবু রোডে এবং শশীলজ থেকে ২৫০মিটার পূর্বে ময়মনসিংহ জাদুঘর অবস্থিত। বর্তমানে জাদুঘরটি শশীলজে স্থানান্তর করা হয়েছে।
১১. ভূঁইয়া বাড়ী জামে মসজিদ			মুক্তাগাছা গ্রাম: হরিপুর দেওলী	২৪°১৫'৩৩.৭" উ. ৯০°১২'৩৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৯ আগস্ট ২০১৯	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার হরিপুর দেওলী গ্রামের মুক্তাগাছা-ফুলবাড়ীয় সড়কের পাশে ভূঁইয়াবাড়ির আঙিনায় প্রাচীন এ মসজিদের অবস্থান। জানা যায়, তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ফকির বিদ্রোহের ঘটনার সময় এ মসজিদটি স্থাপন করা হতে পারে। মসজিদের গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে ১১৩৫ বঙ্গাব্দে সর্বশেষ মসজিদটি সংস্কার করা হয়। আধুনিক সংস্কার ও নির্মাণের ফলে তিনগম্বুজ বিশিষ্ট প্রাচীন এ মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
১২. আট-আনী জমিদার বাড়ী (মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ী)			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'০৯.৭" উ. ৯০°১৫'১৯.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	আট-আনী জমিদার বাড়ী হল মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ীর জগত কিশোর ও তার ছেলে রাম কিশোর আচার্য চৌধুরীর অংশ। মুক্তগাছা জমিদার বাড়ীটি কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত। দক্ষিণ ব্লকে রয়েছে পূর্বমুখী পাশাপাশি সংযুক্ত ২টি ভবন। মাঝখানে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। এ ব্লকটি বর্তমানে শহীদ স্মৃতি কলেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। উত্তরের ব্লকে রয়েছে ৫০ ফুট দীর্ঘ প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের দু'পাশে রয়েছে সংযুক্ত ২টি ভবন। আট-আনী জমিদার বাড়ীতে ৯/১০ টি ভবন রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩. হররামেশ্বর মন্দির (রাজেশ্বরী মন্দির)			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'১০.৫" উ. ৯০°১৫'১৯.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	ময়মনসিংহ জেলার মুক্তগাছা সদর উপজেলাধীন মুক্তগাছা কলেজ রোডস্থ আট-আনী জমিদার বাড়ী থেকে ৬ মিটার পূর্বে অর্থাৎ জমিদার বাড়ীর কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের বাহিরে পূর্বের ব্লকে হররামেশ্বর মন্দির অবস্থিত। 'হররামেশ্বর মন্দির' আট-আনী জমিদার বাড়ির সমসাময়িক কালে নির্মিত। মন্দিরের ভিতরের আয়তন ৬.৭ বর্গমিটার। মন্দিরের দেয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ২ মিটার।
১৪. পাথরের শিব মন্দির			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'১১.৪" উ. ৯০°১৫'১৯.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	পাথরের শিব মন্দিরটি আট-আনী জমিদার বাড়ীর সমসাময়িক কালে নির্মিত। মন্দির প্লাটফরমের আয়তন ৬.৫ বর্গমিটার। দক্ষিণমুখী মন্দিরটি এক কক্ষ ও এক বারান্দা বিশিষ্ট। মন্দিরটি এক শিখর (রত্ন) বিশিষ্ট। মন্দিরটি আনুমানিক ৮ মিটার উঁচু। মন্দিরটির ভূমি পরিকল্পনা বর্গাকার। এ ধরনের অনুরূপ পাথরের তৈরী মন্দির ভাওয়াল রাজবাড়িতে ও মুড়া পাড়া প্রাসাদের নিকটে রয়েছে।
১৫. জোড়া মন্দির			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'০২.৮" উ. ৯০°১৫'২০.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	খ্রিস্টীয় ১৯ শতকে অর্থাৎ মুক্তাগাছা আট-আনী জমিদার বাড়ির সমসাময়িক কালে জোড়া মন্দির নির্মিত। একই প্লাটফরমের উপরের পাশাপাশি ২টি মন্দির। একই আদলে নির্মিত মন্দির ২টি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। মন্দিরের ছাদের উপরে অষ্টভূজাকার ১টি করে শিখর (রত্ন) রয়েছে। মন্দিরের সামনে প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। বারান্দা দিয়ে প্রবেশের জন্য প্রতিটি মন্দিরে ৩টি অর্ধবৃত্তাকার খিলান দরজা রয়েছে।

পুরাকীর্তি/প্রত্নস্থল	আলোকচিত্র	জেলা	উপজেলা ও অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট ও তারিখ	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬. তিন শিব মন্দির			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'০৫.৯" উ. ৯০°১৫'১৯.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	তিন শিব মন্দির আট-আনী জমিদার বাড়ি থেকে ৩০০ মিটার দক্ষিণে অবস্থিত। ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার কলেজ রোডস্থ জমিদার বাড়ী এলাকায় এ মন্দিরটি রয়েছে। এর অপর নাম ত্রি-শিবালয়। এটি একতলাবিশিষ্ট স্থাপনা। মন্দিরের ছাদের উপরে অষ্টভূজাকার ১টি করে শিখর (রত্ন) রয়েছে। এ মন্দিরে হিন্দু ধর্মীয় লোকজন পূজা অর্চনা করে থাকে।
১৭. শশী কান্তের প্রাসাদ			মুক্তাগাছা	২৪°৪৬'০৯.৭" উ. ৯০°১৫'১৮.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৮ জুলাই ১৯৯৩	মুক্তগাছা রাজবাড়ী জগত কিশোর ও তার ছেলে রাম কিশোর আচার্য চৌধুরীর আট আনা জমিদার অংশ। মুক্তগাছা রাজবাড়ীটি কয়েকটি ব্লকে বিভক্ত। দক্ষিণ ব্লকে রয়েছে পূর্ব মুখী পাশাপাশি সংযুক্ত ২টি ভবন। মাঝখানে রয়েছে অর্ধবৃত্তাকার খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। উত্তরের ব্লকে রয়েছে ৫০ ফুট দীর্ঘ প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের দু'পাশে রয়েছে সংযুক্ত ২টি ভবন। ভবনের সামনে রয়েছে টানা বারান্দা ও খোলা আঙ্গিনা। এ ব্লকটি বর্তমানে শহীদ স্মৃতি কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
১৮. এন. এন. পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়			মুক্তাগাছা	২৪°৪৫'৫৮.৭" উ. ৯০°১৫'১৬.৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৮ নভেম্বর ২০১৯	জমিদারদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর বড় পুত্র রামরাম আচার্য চৌধুরীর তিন ছেলে ছিলেন। বড় ছেলে রুদ্ররামের বড়হিস্যা, মেজো ছেলে বিজয় রামের মধ্যহিস্যা আর ছোট ছেলে কৃষ্ণচন্দ্রের ছোট হিস্যা। ১৯০৭ সালে এ বড় হিস্যার বাড়িতে নগেন্দ্র নারায়ণ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (এনএন পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়।